103

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...14 AUG 1997
পৃষ্ঠা 2 কলাম ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এখন সন্ত্রাসীদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন

—ছাত্রদল সভাপতি এ্যানি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার।। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এখন সন্ত্রাসীদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, সন্ত্রাসীদের উৎসাহিত করছেন। একদিকে ভিসি ক্যাম্পাসের চিহ্নিত, বহিরাগত, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের বিতাড়িত না

১১-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

ছাত্রদল সভাপতি এ্যানি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে হলে হলে তাদের প্রতিষ্ঠিত করছেন। অন্যদিকে সাধারণ ছাত্রদের হল থেকে বিতাড়িত করছেন। ভিসির নির্দেশে মধ্যরাতে ২০ জন ছাত্রদল কর্মীকে সূর্যসেন হল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। তারা নিজেদের হলে যেতে পারছে না। তাদের হলগুলো অস্ত্রধারীরা দখল করে আছে। অস্ত্রের মুখে তাদের হলে যাওয়া সম্ভব নয়। তারা ভিসির কথিত প্রক্রিয়ার কারণে ছাত্রদলনিয়ন্ত্রিত হলগুলোতেও থাকতে পারছে না। এখন তারা কোথায় যাবে? ছাত্রদল সভাপতি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কর্তৃপক্ষকেই এর সমাধান করতে হবে। ছাত্রদল দাবী আদায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবে, প্রয়োজনে আবার ধর্মঘটের কর্মসূচী দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেয়া হবে। তাতেও দাবী আদায় না হলে ছাত্রদল কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবরোধ করবে। পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবীতে গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল শেষে কলাভবন গেটে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে জনাব এ্যানি একথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহবায়ক নাসিরউদ্দীন অসীমের সভাপতিত্বে সভায় কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন-নবী সোহেল বক্তব্য রাখেন।

শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভেঙ্গে পড়েছে। ভিসি সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করে এবং সরকারী নীল-নকশা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবক'টি হলে মুজিববাদী ছাত্রলীগের অছাত্র-বহিরাগত ছিনতাইকারীদের আবাস ভূমিতে পরিণত করে সম্ভবত তাদের জনকের অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিভোর। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ছাত্রদলের একজন নেতা-কর্মী জীবিত থাকতেও এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হতে দেব না এবং সৃষ্ট যে কোন ঘটনার দায়-দায়িত্ব অবশ্যই সরকার ও কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে। তিনি বলেন, আগামী দিনে আমরা আরও কঠোর কর্মসূচী ও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত রয়েছি।

হাবিব-উন-নবী সোহেল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে আজ আওয়ামী ভূত আশ্রয় নিয়েছে। এ কারণেই সম্ভবত তারা ছাত্রদলকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তিনি বলেন, অবিলম্বে যদি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হল দখলদার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা না হয় তাহলে ছাত্রদল কঠোর আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমেই এর সমুচিত জবাব দিবে।

এদিকে ছাত্রদল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের নেতা আবদুল কাদের ভুঁইয়া জুয়েলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক নিযুক্ত করেছেন এবং মোস্তাফিজুর রহমান মামুনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করেছেন।